প্রবাসে স্বদেশ ভাবনা

তাসরীনা শিখা

প্রবাসে আমরা যারা বহুদিন থেকে বসবাস করছি কি করে যে মেঘে মেঘে বেলা পার করে দেই আমরা নিজেরাও জানিনা। জীবনে কি পেলাম আর কি হারালাম সে অঙ্ক যখন কষতে বসি হিসেব কিছুতেই মেলে না। জীবন তরী ঘাটে ভিড়ার সময় হয়ে যায় তখনও প্রবাসীরা ভাবে আমার একটা দেশ আছে, যে দেশ আমার নিজের। যে দেশের মাটির ভেজা গন্ধ এখনও আমি অনুভব করি। যে দেশের ভাষার কথা বলে আমার বুক ভরে যায়। যে দেশের লাল কৃষ্ণ চুড়ার কথা মনে হলে আমি ফিরে যাই আমার তারুন্যে। যে দেশের বুকে মধুমতি বয়ে যায় সে দেশ আমার। আমার জন্মভুমি, আমার মাতৃভুমি। হায়ওে, যে দেশে জন্মেছি সেদেশেই যদি জীবনের শেষ অংশটা কাটাতে পারতাম। এই আশংকা, এই আকুলতা অধিকাংশ প্রবাসীর হৃদয়ে ব্যথার অনুভব জাগায়। অনেকেই দেশে ফিরে যায়, অধিকাংশই ফিরে না। নানা কারনে সন্তানদের প্রতি ভালোবাসায় তারা আকড়ে ধরে রাখে বিদেশের মাটিকে। তাছাড়া চিকিৎসা, আইন শৃঙ্খলা বহুবিদও কারন তাদের মনের ব্যাকুলতাকে ঢেকে দেয়। তারপরও প্রবাসীদের মনে একটা সুপ্ত আকাঙ্খা আমি ফিরে যাবো আমার দেশে। সে আশাতেই অনেকেই অ্যাপার্টমেন্ট কিনে রেখেছেন দেশে, কিনেছেন বসুন্ধরার প্লট। কি জানি এমন এক সময় আসবে দেশের মাটি আমাকে ডাকবে তখনতো ছুটে যেতেই হবে । দেশে থাক না কিছু সম্স্লদ যা আমার ভবিষ্যতেও কাজে লাগবে। শেকড়ের টান আমরা প্রবাসীরা প্রতিনিয়ত অনুভব করি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন।

আজ দেশের যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতে কি আমরা প্রবাসীরা কেউ ভাবতে পারছি দেশে ফিরে যাবার কথা? দেশে বেড়াতে যেতেও আমাদের আতঙ্ক। কি জানি কি পরিস্থিতির শিকার আমার হবো। কিছদিন আগেও দেশের খবরের জন্য ইন্টারনেটে যেতে হতো, নিয়মিত কম্স্লউটার না খুললে প্রতিদিনের খবরও জানতে পারতাম না। এখন বিদেশে বসে আমরা পাচ্ছি বাংলা টিভি চ্যানেল। পাচ্ছি প্রতি ঘন্টার খবর। ঝালকাঠিতে বোমা হামলায় দুই বিচারকের মৃত্যুর পর একের পর এক চলছে বোমা হামলা। টেলিভিশনের পর্দায় নিরীহ মানুষের রক্তাক্ত ছিন্নভিন্ন শরীর দেখে দুচোখ বেয়ে

আমাদের অশ্রু ঝড়ে। একি আমার সোনার বাংলা। আজ কাদের আশ্রয়ে প্রশয়ে লালন পালনে জঙ্গীরা এত শক্তিশালী? বহুদিন থেকেই বিভিন্ন মাধ্যম এবং বিরোধীদলীয় নেতারা সরকারকে সতর্ক করে আসছেন জঙ্গীদের সম্স্লর্কে। সরকার এই বিষয়গুলোকে কানে না তুলে দোষারোপ করে গেছেন বিরোধীদল ও সমাজসচেতন মানুষদের।

আজ যে তরুনদের হাতে থাকার কথা বই, যাদের জীবন হওয়ার কথা ভাবনাহীন, নিশ্চিত প্রানোজ্জল, তাদের হাতে আজ বোমা। কেন? কারা দায়ী এ জন্য? এ তরুনদের মগজকে এমনভাবে ধোলাই করা হয়েছে যে তারা বলছে একজন আইনজীবি বা একজন বিচারককে হত্যা করতে পারলে তারা বেহেস্তে যাবে। আর যে সকল জঙ্গী নেতারা কচি বয়সের তরুনদের পকেটে বেহেস্তের সার্টিফিকেট গুঁজে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে মৃত্যর মুখে অবাক লাগে সরকার কেন কাউকে ধরতে পারছে না, কেন কারো বিচার হচ্ছে না? প্রধানমন্ত্রী ঘুরে ঘুরে জনসভা করে বেড়াচ্ছেন, আহবান জানাচ্ছেন বিরোধীদলদের তার সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে। অভিশাপ দিচ্ছেন জঙ্গীদের, ধর্মের নামে যারা মানুষ হত্যা করছে তারা দোজখে যাবে বলে। কিন্তু যখন বিভিন্ন মহল থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি চাপ এসেছিল বাংলাদেশে জঙ্গীদের অবস্থান সম্স্লর্কে তখন তিনি রাতের ঘুম নষ্ট করছিলেন দেশের ভাবমুর্তি নষ্টের চিন্তায়। তিনি সাংবাদিকদের, কুটনৈতিকদের সতর্ক করেছেন কোনভাবেই যেন দেশের ভাবমুর্তি নষ্ট না হয়। তখন যদি সরকার দেশের ভাবমুর্তির বুলি আওড়িয়ে জঙ্গী দমনে ঐক্যবদ্ধ হতেন (যে ঐক্যবদ্ধের কথা প্রধানমন্ত্রী আজ বলছেন) তাহলে হয়ত আজ আইনজীবি বিচারক ও শত শত মানুষকে এভাবে প্রান দিতে হতো না। কি অপরাধে তারা আজ প্রান দিচ্ছেন?

আজ ভাবতে বিস্ময় লাগে,এমনকি অবিশ্বাস্য মনে হয় যে আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম, লাখ লাখ বাঙালী আত্মাহুতি দিয়েছিল, লাখ লাখ নারী নির্যাতিত হয়েছিল। আমরা বাঙালী জাতি দাড়িয়েছিলাম এক অশুভ শক্তির মুখোমুখি। আজ মনে প্রশ্ন জাগে সত্যিই কি আমরা অশুভর বিরুদ্ধে লড়েছিলাম? সত্যিই কি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছিল? আজ মনে হয় সবই যেন ঠাকুরমার ঝুলির রূপ কথা। আজ বাঙলাদেশের মানুষকে বেঁচে থাকতে হয় প্রবল মানসিক যন্ত্রনায়। আমাদের প্রবাসীদের ব্যস্ত জীবনে যে কিছুটা সময পাই তা কাটে দেশের

অসহায় নিপিড়ীত মানুষের চিন্তায়, আত্মীয়স্বজনের নিরাপত্তার কথা ভেবে। যে অশুভের বিরুদ্ধে বাঙালী লড়েছিল আজ সে অশুভ হৃষ্টপুষ্ট শক্তিশালী কাদের আদর আহ্লাদে?

প্রায় প্রতিদিনই খবরে আসে 'ক্রসফায়ারে' এই সন্ত্রাসীর মৃত্যু, সেই খুনীর মৃত্যু। 'ক্রসফায়ার' শব্দটি শুনলে হাসি পায়। 'ক্রসফায়ার' শব্দটির অর্থ সাংবাদিকরাও জানেন, সংবাদ পাঠকরাও জানেন। তবুও তারা এ শব্দটি বলে যাচ্ছেন, লিখে যাচ্ছেন। কারন তাদের বলতে হচ্ছে, লিখতে হচ্ছে। সাংবাদিকরা লিখতে পারছেন না, সংবাদ পাঠকরা বলতে পারছেন না বিনা বিচারে জনৈক ব্যক্তিকে ধরে এনে হত্যা করা হয়েছে। তাহলে তাদেরকেও হতে হবে 'ক্রসফায়ার' এর শিকার। যেমন ভাবে সত্য কথা বলার অপরাধে সাংসদ আবু হেনাকে বহিষ্কার করা হয়েছে পার্টি থেকে। একজন মানুষকে হাতে অস্ত্র দিয়ে চোখ কালো চশমা পরিয়ে, মাথায় একটা কালো রুমাল বেধে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আর তারা যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছে। বিস্মিত হই যখন দেখি 'ক্রসফায়ার' নামক হত্যাকান্ডটিতে কখনো কোন জঙ্গীর লোকজন মৃত্যুবরন করছে না। ব্যাপারটি কি বাঙলাদেশের খেটে খাওয়া সাধারন মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে না? র‍্যাব মানুষের কাছে একটি আতংক, একটি ভীতি, একটি ভয়াবহ মুর্তি যার দর্শনে মানুষ নিরাপত্তা বোধ করেনা বরং তাদের গায়ের রক্ত হয় হীম শীতল। কিছুদিন আগে মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'আমার সখ' কলামটি পড়ে বুকের ভিতর ব্যাথায় মোচড় দিয়েছিল। কিভাবে শিক্ষিত ভাল চাকুরী বাকুরী করা সংসারী মানুষরাও অপমানিত হচ্ছে র‍্যাবের হাতে। এই ধরনের ভয়ঙ্কর অসভ্য আচরন বোধহয় বাঙলাদেশের র‍্যাব নামক দানবরাই করতে পারে।

বাঙলাদেশ শুধু দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হয়েই ক্ষ্যান্ত হবে না, এভাবে চলতে থাকলে অতিশীঘ্রই মানবাধিকার লঙ্ঘনেও নিকৃষ্ট দেশে পরিনত হবে আমাদের আকাঙ্খিত বাংলাদেশ। প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব সরকারের, কিন্তু সরকার সেই দায়িত্বপালনে চরমভাবে ব্যর্থ।

আমরা বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম, কিন্তু আমরা কি এরকম বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম? আজ চারপাশে যে বাঙলাদেশ দেখি সে বাঙলাদেশের স্বপ্ন কি আমরা চেয়েছিলাম? এখন বাঙলাদেশের দিকে তাকালে মনে হয় এ বিকৃত নষ্ট বসবাস অযোগ্য ভুখন্ড। বাঙলাদেশ হয়ে উঠেছে একটি ভীতিকর জঙ্গল। সেখানে যে কোন সময় হিংস্র জীব জন্তুরা ঝাপিয়ে পড়তে পারে।

উনিশ 'শ একাত্তুর ছিল বাঙালী জাতির শ্রেষ্ঠ সময়। তখন বাঙালী স্বাধীনতার জন্য সবকিছু উৎসর্গ করেছিল। আমরা কি আবার স্বাধীনতার মুলমন্ত্র বাঁচিয়ে রাখার জন্য সবকিছু উৎসর্গ করতে পারিনা? বাঙলাদেশের সাধারন মানুষ আজ আর স্বপ্ন দেখেনা, দেখে দুঃস্বপ্ন। আজ আমরা একাত্তুর থেকে অনেক অনেক পিছনে চলে গেছি। এতটা পেছনে যে আমরা এখন নিজেদের মধ্যযুগীয় মানুষ বলে বিবেচনা করতে পারি। তা না হলে মধ্যযুগীয় ইসলামী আইন চালু করার জন্য কেন জঙ্গীরা হত্যা করছে আইনজীবি ও বিচারকদের? যে দেশে আইনজীবি ও বিচারকদের প্রতিটি দিন এবং প্রতিটি রাত কাটে আতংকে এবং বুকের ভিতর ভীতি নিয়ে সে দেশে বিচার ব্যবস্থা চলবে কি ভাবে? একটি অপপাকিস্তান সৃষ্টি করার জন্যই কি আমরা পাকিস্তান বর্জন করেছিলাম? আজ যখন দেখি সার্ক সম্মেলনে বিটিভি থেকে শত সহস্রবার বলা হচ্ছে শহীদ জিয়াউর রহমানের প্রিয় মাতৃভুমি বাঙলাদেশে সার্ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তখন বলতে ইচ্ছে করে, ছিঃ বিটিভি, প্রবাসে বসেও আমার ঘৃনা জন্মেছে বিটিভির প্রতি। প্রিয় মাতৃভুমী বাঙলাদেশ কি শুধু শহীদ জিয়াউর রহমানের? এ বাঙলাদেশ কি চোদ্দকোটি বাঙালীর নয়? এ বাঙলাদেশ কি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নয়? এ বাঙলাদেশ কি লাখ লাখ শহীদের রক্তের দান নয়? এ বাঙলাদেশ কি লাখ লাখ রমনীর নির্যাতনের ফসল নয়? সব কিছু বাদ দিয়ে বিটিভির এ ঘোষনায় শহীদ জিয়াউর রহমানের প্রিয় মাতৃভুমী শুনে মনে হয়েছিল আমরা কত স্বার্থপর কত সুযোগ সন্ধানী জাতি। অসত্যের জয়গান করে বেঁচে থাকাটাই আমাদের অভ্যাসে পরিনত হয়েছে। যার ফলে আমরা নড়ে চড়ে উঠলেও জেগে উঠতে পারছি না। আমাদের কি এখন সময় আসেনি সবাই মিলে এক সাথে জেগে উঠার?

তাসরীনা শিখা ঃ টরন্টো প্রবাসী লেখক
১২/০৪/০৫